

টিআইবি'র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার অনুষ্ঠানে বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান

‘সংবাদপত্র
মোটামুটি স্বাধীনতা
ভোগ করলেও
সাংবাদিকরা
ভোগ করছে না’



টিআইবি'র অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রাপ্তদের সঙ্গে প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০০০ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রেস ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান বলেন, দেশের সংবাদপত্র সমূহ মোটামুটি স্বাধীনতা ভোগ করার সুযোগ পেলেও সাংবাদিকরা পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে না। মানি ও মাসল-এর জন্য দায়ী। এরপরও সন্ত্রাস ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সাংবাদিকরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। গত ২৯ মার্চ টিআইবি জাতীয় প্রেস ক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০০০ ঘোষণা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। টিআইবি চেয়ারম্যান প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত সাংবাদিক এবিএম মুসা, ডেইলী ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের প্রধান সম্পাদক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শেখ আবদুস সালাম, বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, সাবেক অডিটর জেনারেল হাফিজ উদ্দিন খান, টিআইবি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য প্রফেসর মোজাফফর আহমদ ও স্যামসন এইচ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক মনজুর হাসান এবং বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সংবাদ সংস্থার বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি বিচারপতি হাবিবুর রহমান খান বলেন, দুর্নীতি, মাদকাসক্তি এবং সন্ত্রাস বাংলাদেশের উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার কারণে দুর্নীতিবাজরা শান্তি পায় না, তাঁর মতে বাংলাদেশকে যখন সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয় তখন দুঃখ পাই।

প্রেস ইনস্টিটিউটের চেয়ারম্যান বলেন, বাংলাদেশের পুলিশ ঠিকভাবে তদন্ত করে না এবং মামলাকে বিপথে পরিচালিত করে। রুবল হত্যা মামলা তদন্ত করতে গিয়ে আমি তা লক্ষ্য করেছি। এক্ষেত্রে সাংবাদিকরা আমাকে সহায়তা করেছে। সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের অনেকেই ইদানিং নির্ভীক, সাহসী ভূমিকা পালন করছে। দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দূর না হলে সুসভ্য জাতি হিসাবে আমরা কখনই গড়ে উঠতে পারব না। তিনি সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূলে সাংবাদিকদের আরও সচেতন ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান, প্রধান অতিথি পুরস্কার বিজয়ী সাংবাদিকদের মধ্যে পুরস্কারের টাকা, সম্মাননা পত্র এবং ফ্রেস্ট তুলে দেন।

দৈনিক ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার আনোয়ার আলদীন এবং ডেইলী স্টারের সিনিয়র স্টাফ

সাংবাদিকতা ২০০০-এ যুগ্মভাবে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন দৈনিক জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার কামরুল হাসান, ডেইলী স্টারের নাইমুল হক, তৃতীয় স্থান অধিকারী মুক্তকণ্ঠের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার সন্তোষ মন্ডল। প্রথম স্থান অর্জনকারীদের ৫০ হাজার টাকা, সম্মাননা পত্র ও ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারীদের প্রত্যেককে সম্মাননা পত্র ও ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়।

আনন্দমুখর এই অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে প্রবীণ সাংবাদিক এবিএম মুসা বলেন, বাংলাদেশের নিম্ন আদালত যে দুর্নীতিগ্রস্ত এটা প্রথম টিআইবি'র গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। তিনি বলেন, বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে দুর্নীতি সবচেয়ে বেশী, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন অস্বাভাবিক। রাজনীতির সাথে দুর্নীতি এতই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত যে দুর্নীতিবাজ যদি আমার সঙ্গে থাকেন তাহলে তাকে জেলে যেতে হবে না।

পুরস্কার ২০০১
টিআইবি ইতিমধ্যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার ২০০১-এ অংশগ্রহণের জন্য সাংবাদিকদের কাছ থেকে প্রতিবেদন আহ্বান করেছে। প্রতিবেদন দেশের যে কোন বাংলা কিংবা ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রে ১ জানুয়ারী থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০০-এর মধ্যে প্রকাশিত হতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ও পদ্ধতিগত দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক অনিয়ম-অব্যবস্থা উন্মোচনের ভিত্তিতে প্রতিবেদন মূল্যায়ন করা হবে। প্রতিটি পুরস্কারের মূল্য নগদ ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা। প্রতিবেদন এ বছরের ৩১ মে এর মধ্যে টিআইবি, পোস্ট বক্স : ৬১১৯, গুলশান, ঢাকা-১২১২ অথবা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ১২১/সি (৪র্থ তলা) গুলশান এভিনিউ, ঢাকা-১২১২ -এই ঠিকানায়

তার সকল অপকর্ম মাপ হয়ে যাবে এবং তাকে সকল ছাড় দেয়া হবে।

সাংবাদিক রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দুর্নীতি থেকে বের হওয়ার সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করা। দেশের গণতন্ত্র সংসদ, সংসদীয় কমিটি এবং বিচার বিভাগ যদি কার্যকরভাবে কাজ করতে পারে তবেই দুর্নীতি বন্ধ হবে। এক্ষেত্রে তিনি সংবাদপত্রগুলোর ভূমিকার ওপরও গুরুত্বোপ করেন।

প্রেস ইনস্টিটিউটের ডিজি ড. শেখ আবদুস সালাম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার প্রদানের জন্য টিআইবি'র ভূমিকার প্রশংসা করে বলেন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রয়েছে সত্য কিন্তু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন রচনার ক্ষেত্রে খুঁকি বেশি, দুর্নীতি বিষয়ে প্রতিবেদন রচনায় যদি সাংবাদিকদের উৎসাহিত করা যায় তাহলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা অনেক সহজ হবে।

বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, একটি সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন মান সম্পন্ন সাংবাদিকতা। সাংবাদিকদের পেশাগতমানের উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে উন্নত সমাজ গঠন সম্ভব নয়।

প্রফেসর মোজাফফর আহমদ সাংবাদিকদের প্রশংসা করে বলেন, টিআইবি'র কাজের ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা সব সময় সহযোগিতার মনোভাব দেখিয়েছে, এটা অব্যাহত থাকলে টিআইবি তার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে। তিনি সাংবাদিকদের সমাজের পরিচালক হিসেবে আখ্যায়িত করেন। টিআইবি'র কাজ হচ্ছে সৃষ্টি সমাজ গঠনে যারা ভূমিকা পালন করছে তাদের সাথে একত্রিত হয়ে কাজ করা। প্রফেসর আহমেদ বলেন, দুর্নীতি সমাজের যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে সেটা ভয়াবহ। এর দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেই সবাইকে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে হবে।

স্যামসন এইচ চৌধুরী বলেন, আমরা